ক্ষতিকর আবর্জনা সম্পর্কে সচেতন হই

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরাঞ্চলের বিস্তার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে বাসাবাড়ি, অফিস ও প্রতিষ্ঠানের ময়লা আবর্জনার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। তাই, শহরাঞ্চলের কঠিন আবর্জনার পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১'** প্রনয়ণ করেছেন।

এতে শহরাঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য উৎপাদনকারী এলাকাবাসী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং স্থানীয় সরকারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসমূহের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

আপনি জানেন কি?

প্রতিদিনের আবর্জনার **শতকরা ১০ ভাগ** ঝুঁকিপূর্ণ যা রোগ সংক্রমণ ও পরিবেশ দূষণ ঘটাতে পারে

বাসাবাড়ি ও অফিসের বিপজ্জনক বর্জ্য

বাসাবাড়ি ও অফিসের বিপজ্জনক বর্জ্যের ঝুঁকি

অশোধিত বা সংক্রমিত সামগ্রীর পুনঃব্যবহার	সাধারণ আবর্জনার সাথে মিশে যাওয়া	রোগজীবাণু সংক্রমণ ও রাসায়নিক দূষণ
হেপাটাইটিস বি, সি সংক্রমণ	ধারালো বস্তুতে আহত হওয়া	করোনা ভাইরাস সংক্রমণ
করোনা ভাইরাস সংক্রমণ	কেটে বা ছড়ে যাওয়া থেকে ঘা হওয়া	এইডস সংক্রমণ
টিটেনাস, ম্যালেরিয়া, মেনিনজাইটিস, চর্মরোগ, ফুসফুসের সংক্রমণ, এইডস ইত্যাদি	গ্যাস নি:সরণ ও বিস্ফোরক জাতীয় দুর্ঘটনা ইত্যাদি	পানি,মাটি,বায়ু দূষণ ইত্যাদি

বাস্তবায়নে: ওয়েস্ট কনসার্ন
অর্থায়নে : ইউ কে এইড
সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে : পরিবেশ অধিদপ্তর,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সচেতন হলে মানুষ ও পরিবেশ সুরক্ষিত হবে

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ অনুযায়ী,পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এবং বিশেষ করে করোনা মহামারীর মতো পরিস্থিতিতে বর্জ্যবাহিত রোগ সংক্রমণ ঠেকাতে এতে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সচেতনতা, সক্ষমতা ও নিরাপত্তা আরো উন্নত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতে ২০২০-২১ সালে এলাকাবাসী, বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র, বর্জ্য সংগ্রহকারী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উপরে জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বর্তমান শিক্ষামূলক প্রচারপত্রটিতে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঝুঁকি ও সতর্কতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্জ্য সংগ্রাহক ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা সমূহ

বিপজ্জনক বর্জ্যগুলো চিনবো ও সতর্ক হবো।

গৃহস্থালীতে আলাদা ভাবে জমানো বিপজ্জনক বর্জ্য পৃথক ব্যাগে সংগ্রহ করবো।

চারভাগের এক ভাগ জায়গা খালি থাকতেই বিপজ্জনক বর্জ্যের ব্যাগের মুখ বেধে লাল কন্টেইনারে জমা রাখবো।

বর্জ্য সংগ্রহ ও স্থানান্তরের সময় সুরক্ষা পোশাক যেমন- গ্লাভস, বুট ও মাস্ক পরবো।

নিয়মিত বর্জ্য-বহনকারী ভ্যান/গাড়ি পরিষ্কার করবো

বর্জ্য-বাহী ভ্যান/ গাড়িতে সাবানপানি/ জীবানুনাশক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স রাখবো।

বর্জ্য লোডিং, আন-লোডিং এর সময় আঘাত পেলে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা নেব ও সি আই কে জানাবো।

কাজের শিফট শেষে অবশ্যই নিজের সুরক্ষা পোশাক জীবাণুমুক্ত করবো ও নিজে সাবান-পানি দিয়ে সম্পূর্ন পরিচ্ছন্ন হবো

সংক্রামক রোগের টিকা নেব